দৈনিক ইনকিলাব

002

তারিখ ... 07 JAN 19[illegible] ... ...
পৃষ্ঠা... .. ... 1 কলাম 7 ... ...

পরীক্ষায় নকল রোধে কেন্দ্রের সংখ্যা কমবে

॥ সাইফুল আলম ॥

গণ-টোকাটুকি রোধের লক্ষ্যে আগামী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কেন্দ্রের সংখ্যা কমিয়ে আনা হবে। এ পর্যায়ে উপজেলা শহরের বাইরে কোন পরীক্ষা কেন্দ্র থাকছে না বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। বিষয়টি এখন মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে।

উল্লেখ্য, প্রতিবছর প্রায় ৫ লক্ষ পরীক্ষার্থী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। প্রায় ৫শ' কেন্দ্রে এসব ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

সংশ্লিষ্ট মহল মনে করে, জেলা শহরের বাইরের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে নানা অব্যবস্থার কারণেই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নকল প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। এমনকি প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শহুরে ছাত্র-ছাত্রী গ্রাম অথবা মফস্বলের স্কুল-কলেজগুলোতে গিয়ে নাম লিখিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। এক্ষেত্রে তাদের লক্ষ্য গণ-টোকাটুকির সুবিধে গ্রহণ করা।

অপরপক্ষে গত কয়েক বছরের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের ক্ষেত্রে শহর এলাকার পরীক্ষার্থীদের সাফল্য অনেক বেশী। পরীক্ষায় অকৃতকার্যের হার মফস্বল ও গ্রাম পর্যায়ে তুলনামূলক হারে অনেক বেশী। উভয় ক্ষেত্রে সামগ্রিক বিচারে মেধার

২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

কেন্দ্রের সংখ্যা কমবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তারতম্যও রয়েছে।

এইসব বিষয়গুলো বিচার-বিশ্লেষণে নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় চিন্তা করছে, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা গ্রহণ যেখানে করা সম্ভব কেবল সেসব স্থানেই পরীক্ষা কেন্দ্র অনুষ্ঠিত হবে। যেসব বিদ্যালয়ের অবস্থান সুরক্ষিত নয় অর্থাৎ বেড়া বা দরজা, জানালা নেই সেসব ক্ষেত্রে আর পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে না। গণ টোকাটুকির সুযোগ যেসব কেন্দ্রে থাকবে না এমন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়কেই কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করা হবে। সে সঙ্গে থাকতে হবে প্রশাসনিক সকল সুযোগ ও ব্যবস্থাদির সহজলভ্যতা।

বিষয়টি চূড়ান্ত করার জন্যে গত পরশু মন্ত্রণালয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই বৈঠকে চারটি বোর্ডের চেয়ারম্যানরাও উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেছে।

বৈঠকে সিদ্ধান্তটি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় এসেছে। বিষয়গুলো হচ্ছে শহর কেন্দ্রিক বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলোতে স্থান সংকুলানের চিন্তা, ছাত্র-ছাত্রীদের অবস্থানগত সমস্যা, তৃতীয়তঃ হচ্ছে পরীক্ষার সময়সূচী দীর্ঘ না করে দ্রুততর করা। আগামী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার রুটিনে তাই কোন 'গ্যাপ' না রাখার চিন্তা-ভাবনাও চলছে, যাতে পরীক্ষা দিতে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ভোগান্তি না বাড়ে, ব্যয় বৃদ্ধি না পায় এবং পুলিশ ও প্রশাসনকে বেশী দিন এই কাজে ব্যস্ত না থাকতে হয়।

সূত্রে জানা গেছে, এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে আর একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। চার বোর্ডের চেয়ারম্যানকে সর্বনিম্ন কতটি পরীক্ষা কেন্দ্র হলে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব হবে তা জানাতে বলা হয়েছে। তবে এটা প্রায় নিশ্চিত যে, আগামী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কেন্দ্রের সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় অনেক হ্রাস পাবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন।